মৃত্যু বিষয়ক করণীয় ও বর্জনীয়

الأحكام المتعلقة بالموت و القبور

إعداد: عبد الله الهادي عبد الجليل

مراجعة : عبد الله الكافي عبد الجليل

গ্রন্থনায়: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

লিসান্স, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সউদি আরব

সম্পাদনায়: শায়খ আবদুল্লাহ আল কাফী বিন আব্দুল জলীল

লিসান্স, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সউদি আরব

আলোকিত প্রকাশনী

মৃত্যু বিষয়ক করণীয় ও বর্জনীয়

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩
মুদ্রিত মূল্য: ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা
অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া),
SalafiBooksbd.com, UmmahBD.com,
Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : **নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।**

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

সূচীপত্র

১. মৃত্যু বিষয়ক করণীয় ও বর্জনীয় ১
২. ভূমিকা:..... ৬
৩. প্রকাশকের কথা..... ৮
৪. কোন মুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তার জন্য করণীয়: ৯
৫. মৃতকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:..... ১২
৬. মৃতকে কাফন দেওয়ার পদ্ধতি:.....১৫
৭. জানাজার সালাত আদায় করার পদ্ধতি: ১৭
৮. দাফনের পদ্ধতি:.....২০
৯. মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা: ২৪
১০. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান-সদকা করা:.....২৫
১১. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ ও উমরা সম্পাদন করা: ২৭
১২. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখা:..... ৩০
১৩. মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ এবং ওসিয়ত পালন করা:..... ৩৩
১৪. স্বামী বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে মহিলাদের শোক পালন করা:..... ৩৬
১৫. শোক পালনের পদ্ধতি: ৩৭
১৬. মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান..... ৩৮

১৭. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর মসজিদে নববীর মধ্যে থাকার ব্যাপারে একটি সংশয়ের জবাব:..... ৪৯

১৮. কবর, মাযার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিদআত:..... ৫৩

১৯. মৃতকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আরও কিছু কুসংস্কার ও গর্হিত কাজ: ৬৬

২০. কুরআন খানি ৬৭

২১. কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত: ৬৮

২২. মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর কিসের মাধ্যমে উপকৃত হয়? ..৭০

২৩. কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য..... ৭৪

২৪. ইসালে সওয়াব ৮০

২৫. কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং ইমামগণের অভিমত:... ৮৬

২৬. মৃতের উদ্দেশ্য কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব করা কেন শরিয়ত সম্মত নয়? ১০৪

২৭. কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি ১১৩

২৮. কবর, মাজার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিদআত ১২১

২৯. প্রশ্নোত্তর ১২৭

৩০. কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি, জিয়ারতের দুআ এবং এ ক্ষেত্রে বিদআত..... ১৩৫

৩১. মৃত কাফের-মুশরিকদের জন্য দুআ করা বিষয়ে আলেমদের ফতোয়া:.....১৪১

৩২. কাফের-মুশরিকদের কবর জিয়ারত করা কি জায়েজ?.... ১৪৩
৩৩. অমুসলিমদের কবর জিয়ারতের বিধান..... ১৫৪
৩৪. কারীন জিন: আপনার নিত্যসঙ্গী এ ভয়ানক শয়তান সম্পর্কে আপনি কতটা সচেতন?..... ১৬১
৩৫. মৃত ব্যক্তিকে ওসিলা ধরার বিধান..... ১৬৪
৩৬. জানাজার সালাত সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর.....১৭১
৩৭. মৃত্যুর পূর্বে আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.-এর ৪টি ওসিয়ত..... ১৭৮
৩৮. হঠাৎ মৃত্যু: ভালো না কি খারাপ?.....১৮০
৩৯. কবরের আজাব সংক্রান্ত হাদিস:..... ১৯৩
৪০. শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা এবং তার ভয়াবহ শাস্তি..... ২০৪
৪১. মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখার ১০ উপায়..... ২২০
৪২. এক নজরে মৃত, কবর ও মাজার বিষয়ক ৩০টি করণীয় ও বর্জনীয় ২২২
৪৩. মৃত ব্যক্তিদের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২২৭
৪৪. মৃত পিতামাতার প্রতি সন্তানের ১০টি কর্তব্য:..... ২৩৭
৪৫. মৃত্যুর পূর্বে নিজের কাফনের কাপড়, কবরের জমি ইত্যাদি প্রস্তুত করার বিধান..... ২৪৫

কোন মুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তার জন্য করণীয়:

কোন মুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তার জন্য জীবিতদের কতিপয় করণীয় রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. মৃত্যুর সংবাদ শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পাঠ করা এবং ধৈর্য ধারণ করা।

২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কাফন, জানাজা এবং দাফন সম্পন্ন করা।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

৪. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান-সদকা করা।

৫. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ বা উমরা আদায় করা।

৬. মানতের রোজা বাকি থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তা পালন করা। আর রমজানের রোজা বাকি থাকলে প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করা।

৭. সে যদি ঋণ রেখে মারা যায় অথবা কোন সম্পত্তি ওয়াকফ বা ওসিয়ত করে যায় তবে তা প্রাপকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া।

৮. মহিলার জন্য স্বামী বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক পালন করা।

নিম্নে উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল:

জানাজার সালাত আদায় করার পদ্ধতি:

১. জানাজার সালাত আদায় করা ফরজে কেফায়া।

২. জানাজা পড়ার সময় সুন্নাত হল, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর মহিলার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে।

৩. চার তাকবিরের সাথে জানাজা আদায় করতে হয়। অন্তরে নিয়্যত করে দাঁড়াবে। (আরবিতে বা বাংলায় মুখে নিয়ত বলা বা শিখিয়ে দেওয়া বিদআত।)

৪. প্রথম তাকবির দিয়ে আউযুবিল্লাহ্... বিসমিল্লাহ্... পাঠ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। (ছানা পাঠ করার কোন সহিহ হাদিস নেই) দ্বিতীয় তাকবির দিয়ে দরূদে ইবরাহিম (যা ছালাতে পাঠ করতে হয়) পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবির দিয়ে জানাজার জন্য বর্ণিত যে কোন দুআ পাঠ করবে। এই দুআটি পাঠ করা যেতে পারে:

اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيْرَنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىَ الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফিরলি হায়্যিনা ও মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াতাহু মিন্না ফা আহ্ইহী আলাল ইমান ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আ'লাল

মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পাদনকারী যদি মৃতের নিকটাত্মীয় হয় তবে তা উত্তম। তবে নিকটাত্মীয় হওয়া আবশ্যক নয়।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখা:

ক) মানতের রোজা: এ ব্যাপারে প্রায় সকল আলেম একমত যে, মৃত ব্যক্তির উপর যদি মানতের রোজা থাকে তবে তার ওয়ারিসগণ তা পালন করতে পারবে। কারণ এ ব্যাপারে হাদিসগুলো স্পষ্ট। যেমন:

عن ابن عباس رضي الله عنه: (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها)إما أختها أو ابنتها (إلى النبي (ص)، فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, এক মহিলা সাগরে সফর কালে আসন্ন বিপদ দেখে মানত করল যে আল্লাহ যদি তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন তবে একমাস রোজা রাখবে। আল্লাহ তাআলা তাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করলে সে উক্ত রোজা না রেখেই মারা যায়। তখন তার এক নিকটাত্মীয় (বোন অথবা মেয়ে) নবি সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি প্রশ্ন করলে, তার উপর কোন ঋণ থাকলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধ করা আরও বেশি হকদার। অন্য বর্ণনায় আছে: তিনি

৯) মৃতকে গোসল দেওয়ার স্থানে আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো

১০) দাফনের পর কবরের চার পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

১১) মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির পাশে বসে বা মৃত ব্যক্তির রূহের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা

১২) কবর পাকা করা, কবরের উপর বিল্ডিং তৈরি করা ও কবরে চুনকাম করা । এছাড়াও প্রচলিত আরও কিছু কুসংস্কার ও গর্হিত কাজ আলোচিত হয়েছে।

কবর, মাযার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিদআত:

ঘন কালো মেঘের আড়ালে অনেক সময় সূর্য্যের কিরণ ঢাকা পড়ে যায়। মনে হয় হয়ত আর সূর্য্যের মুখ দেখা যাবে না। কিন্তু সময়ের ব্যাবধানে নিকশ কালো মেঘের বুক চিরে আলো ঝলমল সূর্য্য বের হয়ে আসে। ঠিক তেমনি বর্তমানে আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিদয়াতের কালিমা ইসলামের স্বচ্ছ আকাশকে ঘিরে ফেলেছে। যার কারণে কোন কাজটা সুন্নাত আর কোন কাজটা বিদআত তা পার্থক্য করাটাই অনেক মানুষের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। তাই যত বেশি কুরআন-সুন্নাহর প্রচার প্রসার হবে তত দ্রুত এই বিদয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হবে। আমরা চাই, কুরআন-সুন্নাহর বর্ণিল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক সমাজের প্রতিটি গৃহকোন। বিদূরিত হোক শিরক, বিদআত আর মূর্খতার ঘোর আমানিশা।

যা হোক শত রকমের বিদয়াতের মধ্য থেকে এখানে শুধু কবর, মাযার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিদআত তুলে ধরা হল।

শুকনা খেজুর ইত্যাদিতে ফাতিহা পাঠ করে সাহাবিদেরকে খাইয়েছিলেন। তাহলে বর্তমানে ফাতেহাখানির আয়োজন করলে তাতে বাধা কোথায়?

উত্তর: 'হেদায়েতুল হারামাইন' কিতাবে উল্লেখিত ঘটনা আদৌ সত্য নয়। গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহে এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। আল্লাহ ভাল জানেন। -আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই রহ.

কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং ইমামগণের অভিমত:

এ প্রসঙ্গে আমরা এখন ধারাবাকিভাবে তাফসির বিশারদ, হাদিস বিশারদ, ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ এবং চার মাজহাবের মহামতি ইমামগণের মতামত এবং উক্তি সমূহ উপস্থাপন করব যা দ্বারা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হবে যে, বর্তমানে সমাজে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যে শোকসভা, স্মরণ সভা ও সবিনাখানি বা কুআনখানির আয়োজন হয়ে চলছে এর সাথে ইসলামি শরিয়ত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত:

১) আল্লামা ইবনে কাসির রহ.: আল্লামা ইবনে কাসির রহ. নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ তুলে ধরে সেগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করেন। আয়াতগুলো হল এই:

করে দেন। সেই সাথে দুআ করি, আমরা যেন খাঁটি মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ না করি। তিনি পরম করুণার আধার এবং সকল বিষয়ে অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

কবর, মাজার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিদআত

আকাশে ঘন কালো মেঘের আড়ালে অনেক সময় সূর্যের কিরণ ঢাকা পড়ে যায়। মনে হয় হয়ত আর সূর্যের মুখ দেখা যাবে না। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে নিকষ কালো মেঘের বুক চিরে আলো ঝলমল সূর্য বের হয়ে আসে। ঠিক তেমনি বর্তমানে আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিদআতের কালিমা ইসলামের স্বচ্ছ আসমানকে ঘিরে ফেলেছে। যার কারণে কোন কাজটা সুন্নত আর কোন কাজটা বিদআত তা পার্থক্য করাটাই অনেক মানুষের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। যা হোক শত রকমের বিদআতের মধ্য থেকে এখানে শুধু কবর, মাযার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিদআত তুলে ধরা হল। যদিও এ সম্পর্কে আরও অনেক বিদআত আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। যদি এতে আমাদের সমাজের বিবেকবান মানুষের চেতনার দুআরে সামান্য আঘাত হানে তবেই এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

১. মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা:

আজকে আমাদের সমাজে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মৃত বার্ষিকী অত্যন্ত জমজমাট ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে বিশাল

কাফের-মুশরিকদের কবর জিয়ারত করা কি জায়েজ?

প্রশ্ন: অমুসলিমদের কবর দেখতে যাওয়ার বিধান কি? এতে কোন পাপ আছে কি? জানতে চাই।

উত্তর: মানুষ মাত্রই মরণশীল। সকলেই পরকালের যাত্রী। চাই সে মুসলিম হোক অথবা কাফির হোক। তাই মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্বরণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে কোন মানুষের করব জিয়ারত করা জায়েজ। তবে কাফির-মুশরিকদের কবরে সালাম দেওয়া এবং কবর জিয়ারতের দুআ পাঠ করা কিংবা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা) করা বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে দলিল হল, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

“নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথে যে সাহাবিগণ ছিলেন তারাও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “আমি আমার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে সে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। তবে আমি মায়ের কবর জিয়ারতের জন্যে আবেদন জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন।

জানাজার সালাত সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: ক. আমি একজন সাধারণ মানুষ। ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। আরবিতে কুরআন পড়তে পারি না। জানাজার দুআও জানি না। আমি কি জানাজার সালাত আদায় করতে পারব? এবং কিভাবে তা আদায় করব?

খ. কোন ব্যক্তি কি নিজের মৃত পিতা, মাতা, ভাই, বোন-স্ত্রী সন্তানের জানাজায় নিজেই ইমামের দায়িত্ব পালন করতে পারে?

গ. লোক মুখে শোনা যায় যে, "মৃত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কিত কেউ জানাজা দিলে তার সওয়াব বেশি হয়।" এ কথাটা কি সঠিক?

উত্তর: কুরআন শিক্ষা করা ফরজে আইন- কমপক্ষে সালাত শুদ্ধ হওয়ার পরিমাণ। তাই যে কোন ইমাম, হাফেজ বা আলেমের নিকট কুরআন পড়া শিখে নিন। সালাতের বিধি-বিধান, দুআ ও তাসবিহগুলো শিখার চেষ্টা করুন। দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। এ ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলা করলে ফরজ লঙ্ঘনের কারণে গুনাহগার হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমিন।

জানাজার সালাতের পদ্ধতি:

- ১ম তাকবিরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

পাঠ করা। (সূরা ফাতিহা বাদ দিয়ে সানা পড়ার প্রচলিত নিয়ম সুন্নত সমর্থিত নয়)।

- ২য় তাকবিরের পর দরুদ পাঠ (যা সালাতের শেষ তাশাহুদে পাঠ করা হয়)।

উত্তর: হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর তার রূহ ইল্লীন বা সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর তা কবরে মৃত ব্যক্তির দেহে ফিরে আসে। সেখানে ফেরেশতা মণ্ডলীর প্রশ্নোত্তর শুরু হয়। অত:পর সে কবরের নেওয়ামত বা আজাব ভোগ করতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে কিয়ামত পর্যন্ত। [মুসনাদে আহমদে বারা বিন আযিব রা. বর্ণিত হাদিস]

কিন্তু 'কবর থেকে বের হয়ে তা প্রতি বৃহস্পতিবার বা প্রতি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে (কথিত শবে বরাতে) নিজ নিজ পরিবারে ঘুরতে যায় বা তার পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করতে যায়' এ মর্মে যে সব কথা বলা হয় সেগুলো সব ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা। আল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির জন্য কখন কিভাবে কী দুআ করতে হয়?

উত্তর: মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দুআ সমূহের পাশাপাশি নিজের ভাষায় তাদের গুনাহ মোচন, ক্ষমা প্রার্থনা, কবরের আজাব থেকে মুক্তি, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ, জান্নাতে প্রবেশ, জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে দুআ করা যেতে পারে।

যে কোন সময়ই দুআ করা যায় তবে দুআ কবুলের অধিক আশা ব্যাঞ্জক সময় ও স্থানগুলোতে দুআ করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন ভোররাত, সেজদা অবস্থায়, নামাজ, দান-সদকা, কুরআন তিলাওয়াত-রোজা ইত্যাদি ইবাদত করে সেগুলোকে ওসিলা ধরে দুআ করা, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়, জুমার দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত , সফর অবস্থায় ইত্যাদি। আল্লাহু আলাম।

"রমজান মাসে কবরের আজাব মাফ থাকে অথবা রমজান মাসে মারা গেলে কবরের আজাব হয় না" এ কথা কি সঠিক?

৯. মাঝে-মধ্যে হাসপাতালে রোগীদের অবস্থা দেখতে যাওয়া অথবা এলাকার কোন মানুষ রোগাক্রান্ত হলে বা মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং যথাসাধ্য তার সেবা-শুশ্রূষা করা।

১০. পূর্ববর্তী ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি সমূহের ইতিহাস পড়া এবং শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য তাদের স্মৃতি বাহী স্থানগুলো দেখতে যাওয়া।

মহান রবের নিকট দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে মৃত্যুর কথা অন্তরে জাগ্রত রেখে নিজেদেরকে মহান আল্লাহর পথে জীবন যাপনের এবং সব ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্যায়-অপকর্ম থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং শঙ্কামুক্ত করেন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে। আমিন। নিশ্চয় তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

এক নজরে মৃত, কবর ও মাজার বিষয়ক ৩০টি করণীয় ও বর্জনীয়

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের করণীয়-বর্জনীয় বিষয়গুলো জানতে চাই।

উত্তর: মানুষ মারা গেলে তাদের প্রতি জীবিতদের কতিপয় করণীয় রয়েছে-যে সব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এর বিপরীতে মানুষের মনগড়া ও সুন্নাহ বহির্ভূত অনেক বিষয় আমাদের সমাজে একেক স্থানে একেকভাবে এমনভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছে যে, এখন সেগুলোকে চিহ্নিত করাই কঠিন হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রকৃত ইলমে নববীর আলোকবর্তিকা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এ সব ভ্রান্ত, বানোয়াট ও বিদআত গুলোকেই মানুষ সুন্নাহ ভাবতে বসেছে!

আর এ কথাও অনিস্বকার্য যে, এসব বিদআত ও বানোয়াট বিষয় গুলো আমাদের সমাজে একশ্রেণীর পেট পূজারী, স্বার্থান্বেষী